রজত-গিরি।

(ব্রহ্মদেশীয় নাটক।)

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক

অনুবাদিত।

―•―

কলিকাতা,

২৫ নং রায়বাগান ষ্ট্রীট, ভারত-মিহির যন্ত্রে,

সান্যাল এণ্ড কোম্পানি দ্বারা

মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

১৩১০ সাল।

মূল্য ।৵০ আনা।

ব্রহ্মদেশীয় নাটক ও নাটকাভিনয়।

কোন জাতির সাহিত্য আলোচনা করিয়া দেখিলেই সে জাতির সভ্যতার অবস্থা কিয়ৎপরিমাণে অবগত হওয়া যায়। ব্রহ্মবাসী-দিগকে—চলিত ভাষায়—মগদিগকে আমরা নিতান্ত অসভ্য মনে করি। কিন্তু যে জাতির মধ্যে নাটক ও নাটকাভিনয়ের জ্বলন্ত অনুরাগ বিদ্যমান, সে জাতিকে অসভ্য বলা কতদূর সঙ্গত একবার ভাবিয়া দেখা উচিত।

নাটকাভিনয় ব্রহ্মবাসীদিগের একটী জাতীয় অনুষ্ঠান। ব্রহ্ম-দেশের সমস্ত অধিবাসীর মনের উপর ইহার প্রবল প্রভাব পরি-লক্ষিত হয়; কি ইতর কি ভদ্র, নাটকাভিনয় দর্শন করিবার জন্য সকলেই ব্যগ্র ও লালায়িত। "পুয়ে" অর্থাৎ নাটকাভিনয় দেখি-বার জন্য নাট্যশালায় এত লোকের সমাগম হয়, এবং এত অধিক লোকের সমাগম সত্বেও এরূপ নিস্তব্ধভাবে ও সুশৃঙ্খলরূপে সমস্ত কার্য্য নির্ব্বাহ হয় যে দেখিলে বিস্মিত হইতে হয়। দর্শকেরা অভিনয় দর্শনে একেবারে মুগ্ধ হইয়া যান—কখন বিপন্ন ধার্ম্মিক-

দিগের দুর্দ্দশায় মমতা প্রকাশ করেন—কখন বা নাটকস্থ হাস্যোদ্দী-পক অংশের অভিনয়ে উচ্চহাস্যে গগনতল বিদীর্ণ করেন।

অভিনেতা ও অভিনেত্রীগণের পরিচ্ছদ অতি সুন্দর ও জম্-কালো। কিন্তু রঙ্গভূমির স্থান ও আনুষঙ্গিক দৃশ্য প্রভৃতি নিতান্ত সাদাসিধা ও সামান্য। নাট্যগৃহ বাঁশ দিয়া নির্ম্মিত ও তাহার ছাদ তৃণ দ্বারা আচ্ছাদিত,—কিন্তু অতি উজ্জ্বল বর্ণের রেশম ও অন্যান্য বস্ত্রে মণ্ডিত। গৃহের মধ্যস্থলে অভিনয়-মঞ্চ। অভিনয়-মঞ্চের মধ্যস্থলে একটি বৃক্ষের শাখা রোপিত—ইহা সমস্ত বন-দৃশ্যের স্থলাভিষিক্ত। আশ্চর্য্যের বিষয়, এই একটিমাত্র বৃক্ষশাখায়, ব্রহ্ম-বাসী দর্শকদিগের কল্পনাচক্ষে সমস্ত অরণ্যের চিত্র প্রতিভাত হয়। এই বৃক্ষশাখার চতুর্দ্দিকে দীপাবলী স্থাপিত হয় ও কদলী-বৃক্ষের গুঁড়ির উপর সরা রাখিয়া—তাহাতে পিট্রোলিয়ম তৈল দিয়া প্রদীপ জ্বালানো হয়। খ্যাতনামা দর্শকদিগের বসিবার জন্য উচ্চ বংশ-মঞ্চ সকল পার্শ্বভাগে নির্ম্মিত হয় ও সাধারণ দর্শকগণ চক্রা-কারে ঘেঁসাঘেঁসি করিয়া ভূমিতলেই উপবেশন করে। নাট্যশালার পশ্চাদ্ভাগে বাদ্য স্থান এবং বাদ্যস্থানের পশ্চাৎদিকে অভিনেতৃগণের পরিচ্ছদ পরিবর্ত্তনের স্থান ও প্রবেশ-প্রস্থানের পথ।

নাটকীয় ঘটনা-বিন্যাস বিষয়ে ব্রহ্মদেশীয়দিগের বিভিন্ন নাটকের মধ্যে পরস্পর বিলক্ষণ সাদৃশ্য উপলব্ধি হয়। নাটকীয় পাত্রের মধ্যে কোন রাজকুমারীর প্রেমাকাঙ্ক্ষী কোন রাজপুত্র—মহারাজা রাজ-পুত্রের পিতা—কঠোর সুবিজ্ঞ মন্ত্রিগণ—রাজার বিনীত পারিষদগণ এবং রাজকুমারীর সখীগণ—এই সকলই প্রতি নাটকে সচরাচর

দেখিতে পাওয়া যায়। নাটকাভিনয়ের মধ্যে মধ্যে রাজ-দরবার—সমারোহে রাজ-যাত্রা ও নৃত্য হইয়া থাকে। রাজকুমারের সঙ্গে সঙ্গে প্রায় তাঁহার একটি অনুচর থাকে—সে আমাদের বিদূষকের কাজ করে। রাজকুমারীর সখীগণের সহিত তিনি উপস্থিত মতে যে সকল রসিকতা করেন, তাহাতেই দর্শকমণ্ডলীর মধ্যে মহা হাসি পড়িয়া যায়। ব্রহ্মদেশীয় ভাষার প্রকৃতি এইরূপ যে উহার একটি কথার অর্থ, উচ্চারণের তারতম্যে অনেক বদলিয়া যায়। এই জন্য ঐ ভাষা দ্ব্যর্থ ও শ্লেষাত্মক বাক্য-রচনার পক্ষে অতীব অনুকূল। নাটকের কথাবার্ত্তাগুলি বেশির ভাগ সাধারণ কথোপকথনের ন্যায়; মাঝে মাঝে স্বগত-উক্তি, সমবেত সঙ্গীত ও নৃত্যের যোজনা থাকায় কথাবার্ত্তারও "একঘেয়েত্ব" নষ্ট হয়। কোন কোন নাটকের স্থানে স্থানে এরূপ সরল অকৃত্রিম কবিত্ব আছে ও নাটকের ঘটনা-বিন্যাস অতীব অদ্ভুত ও অলৌকিক হইলেও এবং নাটকীয় পাত্র-বিশেষের চরিত্রে অসঙ্গতি দোষ সত্ত্বেও এরূপ চমৎকার দৃশ্য-সকলের সংস্থান আছে যে, ভাল অভিনয় হইলে সভ্যতর দেশের সুশিক্ষিত লোক-দিগেরও চিত্ত কিয়ৎপরিমাণে আকৃষ্ট হইতে পারে। তাহার উদা-হরণ-স্বরূপ একটি নাটক আমরা নিম্নে অবিকল অনুবাদ করিয়া পাঠকগণের বিচারের উপর নির্ভর করিতেছি।

——o——

রজত-গিরি।

—000—

* পাত্রগণ।

পাঞ্চালের রাজা। (পিঞ্জালা)।

রাজকুমার সুধনু (থুদানু) পাঞ্চাল-রাজের পুত্র ও উত্তরাধিকারী।

পাবব (পামুক)—সন্ন্যাসী।

মোহক (মোক)—দৈবজ্ঞ।

ধর্ম্মরাজ (দুমরাজা) অপ্সরা-নগরীস্থ রজত-গিরির রাজা।

মুকুন্দ (মোজলিন্দ) একজন শিকারী।

আর একজন সন্ন্যাসী।

মন্ত্রিগণ—রাজ-কর্ম্মচারী—

দৈতা (বেলু)—রক্ষক, অনুচর ইত্যাদি।

—০—

রাজকুমারী-দামিনী (দয়ামিনায়ু) ধর্ম্মরাজের কন্যা।

ছয় জন রাজকুমারী—দামিনীর ভগিনী।

মালা (মালা) পাঞ্চাল-প্রাসাদের পরিচারিকাদিগের প্রধানা।

মানিনী (মালিঙ্গয়া)—মুকুন্দের স্ত্রী।

কুমারী, পরিচারিকাগণ ইত্যাদি।

পাঠকগণের পাঠ সুখকর কবিবার জন্য ব্রহ্মদেশীয় নামগুলি অস্মদ্দেশীয় আকারে কিছু কিছু পরিবর্ত্তন করা গিয়াছে।

রজত-গিরি।

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।—পাঞ্চাল রাজার প্রাসাদের একটি শালা। মন্ত্রিগণ-পরিবৃত রাজা সিংহাসনাসীন—সেই শালার দূরস্থ এক বিভাগে রাজকুমার স্বর্ণ-পালঙ্ক-শয্যায় নিদ্রিত; অনুচরগণ পাহারা দিতেছে।

রাজা।

সুবিশ্বস্ত মন্ত্রিগণ! বল দেখি সবে—
তোমরা ত চিরকাল আনন্দের সাথে
করিয়াছ সেবা মোর—যথা গ্রহ তারা
গগন-প্রাঙ্গণ-মাঝে উল্লাস-আনন্দে
চন্দ্রমার চারিদিকে বেড়ায় ঘুরিয়া—
এবে বল দেখি সবে, যে অবধি আমি
আছি সিংহাসনে—অসন্তোষ কারে বলে
জেনেছে কি প্রজাগণ ক্ষণকাল তরে?

মন্ত্রিগণ।

কভু না কভু না প্রভু!

রাজা।

তবে শোন বলি—
পরামর্শ লই আমি একটি বিষয়ে।
আমাদের নয় শুধু, সমস্ত প্রজার
ভালমন্দ তদুপরি করিছে নির্ভর।
তোমরা তো জান ভাল সুধনু কুমারে,
জম্বুদ্বীপ—এক সীমা হ'তে সীমান্তর
যাঁহার সুযশ কীর্ত্তি হয়েছে প্রচার—
বল সবে মন্ত্রিবর, বল গো তোমরা,
আমাদের পুত্র সে যে সূর্য্যসম তেজে—
কেননা এখনি হবে অভিষেক তার ?

প্রথম মন্ত্রী।

এ প্রস্তাবে এ দাসের পূর্ণ অভিমত।
সুবিখ্যাত সূর্য্যবংশ হ'তে জন্ম যাঁর,
মহা-মহা গজপতি যাঁর পদে নত,
মহাতেজী অশ্ব যিনি করেন দমন,
মহা-মহা ধনু যিনি ব্যাঁকান হেলায়,
সর্ব্ব-মহীপতি চেয়ে প্রতাপ যাঁহার,
এমন বীরেরে দিতে সিংহাসন ছাড়ি

জম্বুদ্বীপ এই কথাটি মূলেও আছে।

বিলম্ব কিসের প্রভু ? মহা-সমারোহে
যৌব-রাজ্যে আজি তাঁর হোক্ অভিষেক।

(রাজা ও মন্ত্রিগণের প্রস্থান)

রাজকুমার।

(নিদ্রা হ'তে জাগিয়া)

অবসন্ন দেহ মোর হীরক-শয্যায়
আছে বৃথায় শয়ান। জনম বৃথায়
মোর রাজ-গৃহে হায়! বৃথা রাজ্য-ধন।
দুঃখ-ভারে অবসন্ন—ঐশ্বর্য্য-বিভব
না পারে জুড়াতে মোর হৃদয়-যাতনা।
হের ওই বাতায়নে প্রিয়তমা মোর
রূপবতী সখী-মাঝে আলো করি দিক্
আছেন দাঁড়ায়ে।—কিন্তু সে যে গো স্বপন।
স্বপ্ন গেছে ছুটি, এবে জাগ্রৎ শূন্যতা
হাসিতেছে আমা-পানে বিদ্রূপের হাসি।
মনে হল—"শুয়ে আমি সোণার শয্যায়,
পাশে আছে প্রিয়া মোর গভীর নিদ্রায়"
(এ পোড়া হৃদয়ে আহা নিদ্রাতেই সুখ)
অস্ত গেলে দিনমণি পঙ্কজ মলিন—
প্রিয়ার বিরহে আমি হয়েছি তদ্রূপ—
অবসন্ন ম্রিয়মাণ মৃতের সমান।

অনুচর।

কেঁদ না কেঁদ না প্রভু—মুছ অশ্রুজল।
স্বর্গের অপ্সরা যথা কেশ-গুচ্ছ-দাম
ভালবাসে জড়াইতে পারিজাত দিয়া,
কিন্তু যতক্ষণ আসি বসন্ত পবন
নাহি করে সে কুসুমে জীবন প্রদান
না পারে তুলিতে তাহা—সেই রূপ প্রভু
সময় হইলে সিদ্ধ হবে মনস্কাম,
হৃদয়ের প্রেম-জালা জুড়াবে আপনি।

(প্রস্থান)

দ্বিতীয় দৃশ্য—অরণ্য। (মুকুন্দের প্রবেশ)

মুকুন্দ।

ওরে আমার প্যাঁচা-মুখী, খ্যাঁদা-নাকী, শুয়র-চোখি, থ্যাঙরা-ঠোঁটি প্রাণ-প্রিয়সী! ওঠ্—আমাকে কি কিছু খেতে টেতে দিবি? আমি পাহাড়ে শীকার কত্তে যাচ্চি, লক্ষ্মী আমার শীগ্‌গির ওঠো।

মানিনী।

হতভাগা আপ্ত-গর্জে মিন্‌সে কোথাকারে! কিসের জন্য এত তাড়াতাড়ি? দেখ্‌চিস্‌নে আমি শীতে থর্‌থর্ করে কাঁপ্‌চি, গায়ে একটা ছেঁড়া ন্যাকড়া, এতে কি শীত আট্‌কায়? আবার তাতে এই দুপুর রাত্তির, ব্যাপারখানা কি বল্ দিকি? আর আমি তোর জ্বালা সইতে পারি নে। যত দিন না তুই ভাল ব্যাভার

শিখ্‌বি, লাথিয়ে লাথিয়ে তোর দফা নিকেস্‌ কর্‌ব, হতভাগা মিন্‌সে কোথাকারে! এই নে এক ঘটি জল, আর এই নে এক কুন্‌কে চাল, এখন এই নিয়ে জঙ্গলে দৌড়ে যা। যদি আজকের খাবার মত কিছু শীকার করে না আন্‌তে পারিস্‌ তো টের্‌টা পাবি, গালাগালি দিয়ে ভূত ভাগিয়ে দেব।

(প্রস্থান)

মুকুন্দ।

দেখ্‌রে সবাই, চলে মুকুন্দ শীকারী
রূপবতী প্রেয়সীর কোমল আজ্ঞায়
ধনুর্ব্বাণ হাতে করি অরণ্যের মাঝে।
আসুক সহস্র শত্রু নাহি করি ভয়।

(সমবেত বাদ্যকারীগণের প্রতি)

যথা ঘোর ইরম্মদ গগন বিদারি'
ভূকম্পে কাঁপায় সব পৃথিবী জলধি,
সেইরূপ বজ্ররবে বাজা তূরি-ভেরী!

(ঘোর বাদ্য—মুকুন্দের প্রস্থান—কিঞ্চিৎ পরে পুনঃ প্রবেশ—কোমল বাদ্য।)

মুকুন্দ।

কি সুখ ভ্রমিতে হেন ছায়াময় বনে।
তারা সম জুঁই যথা সুরভি নিশ্বসে,
মলয়-সমীর বহে মাতিয়া চৌদিকে,

ইন্দ্রধনু-রঙে আঁকা বিহঙ্গ-মিথুন
উড়ি উড়ি বসে কিবা এ শাখে ও শাখে—
বিশ্রাম করি না কেন হেথা ক্ষণকাল।
(চমকিয়া) ওকি! ব্যাঘ্র-গরজন অদূর পাহাড়ে!
আহাহা মানিনী তুই আছিস্ একাকী,
হৃদয় ব্যাকুল হয় ভাবি যবে তোরে।
হিংস্রজন্তু মুখ-হতে রক্ষা পাইবারে
চলিতে হইবে মোর আরো কিছু পথ।
(পদ্ম-সরোবরে পৌঁছিয়া)
এ কি! এ কি! কি সুন্দর মনোহর স্থান!
নিশ্চয় হইবে কোন ইন্দ্রজাল-ভূমি।
সুন্দর সরসীধারে জীব জন্তু কত
তৃষ্ণা নিবারিতে আসে, পদ-চিহ্ন তাই।
জুঁথি জাতি পঙ্কজিনী—অসংখ্য ফুলের
মিশ্রিত সৌরভ-ভার বহিছে মলয়—
জুড়াইছে আহা কিবা ঘর্ম্মাক্ত শরীর!
শুক-পাখী ঝাঁকে ঝাঁকে উড়ে চক্রাকারে—
মাণিকের চক্র যেন ঘুরিছে গগনে।
নানাজাতি পাখী কিবা গাইতেছে গান,
জুড়াইয়া যাইতেছে হৃদি মন প্রাণ।
ইচ্ছা করে মানিনীরে! থাকিতিস্ হেথা
আমা সনে ভুঞ্জিতিস্ স্বরগীয় সুখ

এ স্বচ্ছ সরসী-তীরে—যাহার সলিলে
শত শত হীরা জলে ভানুর কিরণে,
পঙ্কজ-মুকুল ভাসে যাহার উরসে
শুভ্র, নীল—যেন কত মুকুতা মাণিক।
প্রসারিত বটবৃক্ষ শীতল ছায়ায়
শুইয়া আহ্বানি এবে কোমল নিদ্রায়।

(নিদ্রা)

তৃতীয় দৃশ্য।—অপ্সর-ভূমি কিম্বা রজত-গিরিদেশ।

রঙ্গভূমির এক পার্শ্বে রাজা ধর্ম্মরাজ এবং অপর পার্শ্বে তাঁহার ৭ কন্যা।

প্রথম রাজকুমারী।

চির-সহচরী সবে প্রাণের ভগিনী!
ভুঞ্জিতেছি এক-সাথে শান্তি-সুখ মোরা
অপ্সর নগরে; এবে এসেছে সময়,
উতরিয়া মর্ত্ত্যধামে—যথা চিররীতি—
পঙ্কজ-সরসী-মাঝে, পদ্মে দিয়া লাজ,
খেলিব মনের সুখে; আয় ভাই তোরা
পিতৃ-রাজ-অনুমতি লই এই বেলা।

দ্বিতীয় রাজকুমারী।

অনুপমা রূপবতী ভগিনি আমার!
লও গিয়া অনুমতি রাজার নিকট,

আমরা সবাই বোন্ ভালবাসি তোমা
প্রাণের সমান—চল, হব অনুগামী।
(সকলে রাজার নিকট গমন।)

প্রথম রাজকুমারী।

পিতৃদেব মহারাজ! বংশের তিলক!
অপ্সর-প্রদেশ স্বামী, মহাধনুর্দ্ধর!
সুমেরু অচল-সম অটল-শকতি!
—কন্যাগণ তব পদে করিছে প্রণতি।
দাও অনুমতি পিতঃ যাব মর্ত্ত্যধামে,
পঙ্কজ-সরসী-তীরে উপবন-ছায়ে
খেলিব মনের সুখে; ক্লান্ত হলে দেহ
জুড়াইব গিয়া সেই সরসী-সলিলে।

রাজা।

ইচ্ছা হয় যাও সবে প্রাণের প্রতিমা।
কিন্তু মনে থাকে যেন, মর্ত্ত্য সেই দেশে
মলিন মানবগণ করয়ে বসতি।
শান্তি-সুখ নাহি তথা হেথাকার ন্যায়,
বিপদ হইতে তিল নাহিক নিষ্কৃতি।
দেখো সাবধান! প্রতি পদ বিবেচিয়া
দেব-বুদ্ধিবলে তবে করিবেক কাজ।

শিরোধার্য্য করি' এই উপদেশ মোর
যাও সবে, কিন্তু এস শীঘ্র দেশে ফিরি ।

প্রথম রাজকুমারী ।

অনুমতি দিলে পিতঃ —প্রণমি তোমায় ।
লঘুগতি সবে মোরা বিলম্ব না জানি,
ত্বরায় আসিব ফিরি শ্রীচরণ-তলে ।

(প্রস্থান)

৪র্থ দৃশ্য ।—পদ্ম-সরোবর ।

(বট-বৃক্ষতলে মুকুন্দ নিদ্রিত ও
৭টি রাজকুমারীর প্রবেশ)

প্রথম রাজকুমারী ।

সুরম্য সরসী ওরে ! কোমল সুন্দর,
কত ভাব জাগে হৃদে হেরি তোর জল.
আনন্দের উৎস তুই—স্ফটিক-দর্পণ !
এই যে বহিছে বায়ু মৃদুমন্দ-গতি—
সুরভি ফুলেরি উহা আকুল নিশ্বাস ।
কোন্ বিধি বল্ দেখি সৃজিল রে তোরে ?

(ভগিনীগণের প্রতি)

আয় বোন খুলে ফেলি' রত্ন অলঙ্কার,
হীরকের কর্ণফুল মণি-মুক্তা-হার,
খেলি সবে মনসুখে এই সরোবরে।
অর্দ্ধ অঙ্গ ঢাকা রবে স্ফটিক তরঙ্গে—
রজত নীরদে যেন চপলা খেলিবে।
(অপ্সরাগণের অবগাহন ও মুকুন্দের জাগরণ।)

মুকুন্দ।

শুভ লগ্নে সুনিশ্চিত জনম আমার!
নারী-রত্ন মহারত্ন কথায় যে বলে
—মর্ম্ম তার বুঝিলাম এত দিন পরে।
সামান্য মানবী নহে, দেবকন্যা এ যে!
কর্ণ-ফুল কণ্ঠহার কিবা ধরে শোভা,
প্রভাত-শিশির সম জ্বলিছে মুকুতা!
সমস্ত গগনে যাঁর রজত-মহিমা—
এমন চন্দ্রমা সেও হোথা পায় লাজ।
অসাড় হতেছে দেহ, ইন্দ্রিয় অবশ,
এ দৃশ্য মানবে কভু পারে গো সহিতে?
(অচেতন হইয়া ভূমে পতন, ক্রমে চেতন লাভ)
সৌন্দর্য্য-আদর্শ ও যে—নাহিক উপমা—
চিত্রিতে না পারে তাহা চিত্রকর-তূলী।
পারি যদি ধরিবারে একটি সুন্দরী,

রাজপুত্রে ভেট দেই এই দণ্ডে আমি।
পুরস্কার কত পাব—নাহি তার শেষ,
দারিদ্র্য ঘুচিবে মোর চিরকাল-তরে।
হয়েছে!—পাবক নামে পবিত্র গোসাঁই
করেন বসতি এই সরোবর-ধারে,
তাঁর কাছে আছে এক সম্মোহন-ফাঁসি,
তাহাতে পড়িবে ধরা ত্রিদিবের পাখি।
এই বেলা যাই তবে—বিলম্বে কি কাজ?

(প্রস্থান)

[illegible]ম দৃশ্য।—পদ্মসরোবর-তীরস্থ বনে সন্ন্যাসীর আশ্রম।

(সন্ন্যাসী পাবক এবং মুকুন্দের প্রবেশ)

পাবক।

যে জন্য এসেছ বাছা জানি আমি সব,
একটি উপায় আছে ও কার্য্য সাধিতে।
দৈত্য-রাজ দেয় মোরে সম্মোহন-ফাঁসি,
কমণ্ডলু-ভিতরে তা আছে অনাদরে।
তাহে মোর নাহি কাজ—অস্পৃশ্য আমার,
ইচ্ছা হয় লয়ে তুমি—সাধ' তব কাজ।

মুকুন্দ।

বড় দয়া তব—লও কৃতজ্ঞ-প্রণাম।

(সম্মোহন-ফাঁসি লইয়া প্রস্থান)

৬ দৃশ্য।—পদ্মসরোবর।

(অপ্সরাদিগের জল-ক্রীড়া—মুকুন্দের প্রবেশ ও সম্মোহন-ফাঁসি নিক্ষেপ করিয়া রাজকুমারী দামিনীকে ধৃত করণ—অবশিষ্ট অপ্সরা উড্ডীয়মান হইয়া অপ্সর-দেশে পলায়ন।)

দামিনী।

কি বিপদ ভাগ্যে মোর হ'ল অকস্মাৎ!
রক্ষা কর রক্ষা কর—কোথা গেলে বোন?
এ দারুণ কষ্ট হতে মুক্ত কর মোরে।
বৃথা এবে যুঝাযুঝি—সর্ব্ব অঙ্গ হ'ল
পাষাণ-প্রতিমা সম কঠিন অবশ!
কোথা গেলি রক্ষা কর্—এই বেলা আয়—
নহিলে মরিল তব প্রাণের ভগিনী!

মুকুন্দ।

বৃথা বাক্য ছেড়ে দাও অপ্সর-ঈশ্বরী,
ও কথা কি সাজে তব চারু ওষ্ঠাধরে?
বিপদ ভাবিছ যারে নহে তা বিপদ—
বরঞ্চ সে পূর্ব্বজন্ম-সুকৃতির ফল।
এ দেশের রাজা যিনি মহা-পরাক্রম,
যাঁর পরে অদৃষ্টেরো নাহিক প্রভাব,
শত শত মহীপতি যাঁর পদে নত,
সে রাজার আছে এক পুত্র গুণবান্।

অভাবের মধ্যে শুধু একটি অভাব—
স্ত্রী-রত্ন চাইকো তাঁর নাশিতে আঁধার।
মোহন ফাঁসিতে তাই ধরেছি তোমায়
করিতে তাঁহার সেই সিংহাসন-ভাগী।

দামিনী।

শোন মোর কথা ওগো দয়ালু শীকারী!
অপ্সর দেশের রাজা—রজ-গিরি-স্বামী—
তাঁর কন্যা আমি হই, জাতিতে অপ্সরা,
তুমি মোরে বল দেখি, তোমারেই মানি,
কেমনে অপ্সরা হয়ে মানবেরে ভজি?
অতএব ছাড় মোরে করি অনুনয়,
ঘৃণিত বিবাহে জেদ্ কোরো না গো তুমি।

মুকুন্দ।

সুন্দরী-অপ্সরা-রাণী কেন দুঃখ কর,
অদৃষ্ট প্রসন্ন তব সুকৃতির ফলে।
এমন প্রবল রাজা, বিক্রমে কেশরী—
হৃদয়ে বিভবে তাঁর হবে অধিকারী।
এস এস সুন্দরি গো, হও অনুগামী,
ভবিষ্য-পতির গৃহে চলহ এখনি।

(দামিনীকে লইয়া মুকুন্দের প্রস্থান)

৭ম দৃশ্য।—পাঞ্চাল-রাজার প্রাসাদ-শালা

(রাজকুমার ও মুকুন্দের প্রবেশ)

মুকুন্দ।

রাজকুমার মহান্! যাঁহার মহিমা
শত শত নৃপতিরে করে অতিক্রম,
যাঁর পদতলে তারা সদা নতশির,
অনুপম অতুলন ধরে যাঁর রূপ
নয়ন-রঞ্জন সর্ব্ব কুসুমের গুণ!—
করহ শ্রবণ—আমি ভ্রমিতে ভ্রমিতে
এক অরণ্যের মাঝে,—দিব্য রম্য স্থান,
হরিণ হরিণী যথা চরে অবিরাম—
আইলাম অকস্মাৎ পদ্ম-সরোবরে।
হেরিনু, সাতটি দেবী অতুল রূপসী
পক্ষী-ঝাঁক সম উড়ি নাবিল সে তীরে।
উহার একটি ধোরে এনেছি গো জালে,
দুর্ল্লভ সে উপহার সঁপিব ও পদে।
দামিনী-দেবীরে প্রভু লও দয়া করি,
অপ্সর-রতন তিনি অতুল রূপসী,
তপত কাঞ্চন সম নির্ম্মল নির্দ্দোষী।

রাজকুমার।

সুযোগ্য মুকুন্দরাম! আন ত্বরা করি
তব চারু উপহার মম সন্নিধানে।

(মুকুন্দের প্রস্থান ও দামিনীকে লইয়া পুনঃপ্রবেশ)

রাজকুমার।

কি হেরি নয়নে হায়! ও মুখ নেহারি
নয়ন-রঞ্জন শশী, লাজে অধোমুখে
মেঘ-ঘোম্‌টার মাঝে লুকাবে এখনি!
রচে যারে শিল্পী কত সুন্দর আকারে—
হেন কাঞ্চনেরো কান্তি হোথা হার মানে।
পদ্ম-সম পবিত্র বা প্রভাত-শিশির!
কিবা আহা গণ্ডস্থল অতি সুকোমল—
প্রজাপতি-পক্ষে যেন সুকুমার রেণু।
মুখে কি সুরভি-শ্বাস! মরি কি সুন্দর
এলায়ে পড়েছে কেশ যামিনী-বরণ।
কণ্ঠস্বরে আহা কিবা সঙ্গীত উথলে,
মধুর লাবণ্য ক্ষরে প্রত্যেক গতিতে!
উনিই আমার যোগ্য হৃদয়-ঈশ্বরী
ওঁরেই করিব আমি অর্দ্ধ-অঙ্গ-ভাগী।

পাত্রমিত্রগণ।

সত্য বটে হেন রূপ দেখি নাই কভু,
গুণেতেও অতুলনা হেন মনে লয়।

রাজকুমার।

মোহিনী ললনে ওগো অপ্সর-কুমারী!
পঙ্কজ-মুকুল সম ও তব কপোলে
লজ্জার রক্তিম-রাগ ঈষৎ বিকাশে'!
পূর্ব্ব জন্মে পুণ্য যাহা করেছি সঞ্চয়
তাহারই সুফল এই কহিনু তোমারে।
তাহারি কারণে দুই বিভিন্ন অদৃষ্ট
এক সূত্রে, এক গ্রন্থে, হতেছে বন্ধন।
এখনো বিমুক্ত আমি—দাও অভিমতি—
যখন বসিব ওগো পিতৃ-সিংহাসনে
তুমিও বসিবে তাহে হয়ে রাজরাণী।

দামিনী।

কি ক'রে হইবে তাহা রাজপুত্র ওগো!
জাতিতে পৃথক্ মোরা—দুর-দেশবাসী,
আকাশ-পাতাল-ভেদ আমা-তোমা-সনে।
অপ্সর-প্রদেশে জন্ম, জাতিতে অপ্সরা,
রজ-গিরি-রাজা যিনি তাঁহারি দুহিতা।
কেমনে মিলিব বল' মর্ত্ত্য রাজা সনে,
অধঃপাত হবে, মান খোয়াব তা হ'লে।
অতএব রাজপুত্র করি অনুনয়
—দাও ছেড়ে, যাই চলে পিতার আলয়।

রাজকুমার।

তা হবে না, তা হবে না, হৃদয়-রতন!
পৃথিবীতে আছে যত সুন্দর সামগ্রী
তা সবার তুমি যে গো অমূল্য সমষ্টি।
জীবন যায় বা যদি তাহাও স্বীকার,
তোমা সম রত্ন তবু ছাড়িব না কভু।
করিও না পরিতাপ প্রাণ-প্রিয়তমা
হৃদয়ে রাখিতে তোমা নিতান্ত বাসনা।

(হস্তগ্রহণ)

প্রথম অঙ্ক সমাপ্ত।

(প্রথম ও দ্বিতীয় অঙ্কের ব্যবধান-কাল-মধ্যে দামিনীর সহিত রাজকুমারের বিবাহ—দামিনী গর্ভবতী ও শত্রু-সৈন্য কর্ত্তৃক পাঞ্চাল-দেশ আক্রমণ)

—o—

দ্বিতীয় অঙ্ক।

১ম দৃশ্য।—পাঞ্চাল-রাজার প্রাসাদ-শালা।

(মন্ত্রিগণ-পরিবৃত রাজা আসীন)

রাজা।

পাত্র মিত্র মন্ত্রিগণ! তোমরা সকলে
যুদ্ধ-বিদ্যা-বিশারদ—কর অবধান!
উজ্জীনের লোক আসি' পাঞ্চাল-সীমায়
করিয়াছে আক্রমণ—আজ্ঞা এই মোর,
সৈন্যগণ-নেতা হয়ে কুমার সুধন্নু
এখনি করুন্ যাত্রা অরাতি-বিরুদ্ধে।
করিবে নির্ম্মূল যেন না ফেরে কেহই
দোসর-নিধন-বার্ত্তা দিতে নিজ দেশে।

(রাজার প্রস্থান)

(রাজকুমারের প্রবেশ)

প্রথম মন্ত্রী।

সিংহ-রাজ-সম রাজকুমার মহান্!
তুচ্ছিয়া শকতি তব শত্রু দুঃসাহসী
উড়ায়েছে এই রাজ্যে বিদ্রোহ-পতাকা।

আমাদের প্রভু তব পূজনীয় পিতা
মোরে পাঠায়েছে তেঁই বলিতে তোমায়
তাঁর আজ্ঞা এই—যেন হয়ে সৈন্য-নেতা
এই দণ্ডে শত্রুকুলে করহ নির্ম্মূল।

রাজকুমার।

রাজাজ্ঞা এখনি আমি করিব পালন।
অশ্ব গজ পদাতিক করহ প্রস্তুত।
যুদ্ধ-আয়োজন-সজ্জা কর বিধিমতে,
মুহূর্ত্ত বিলম্ব কভু করিব না হেথা।

(মন্ত্রিগণের প্রস্থান)

(দামিনীর প্রবেশ)

রাজকুমার।

সুচারু শশাঙ্ক-সম ভবিষ্য-মহিষী!
এমনি সৌন্দর্য্য তব—নাহি প্রয়োজন
মণি-মুক্তা-অলঙ্কারে ভূষিতে শরীর,
প্রত্যেক গতিতে তব এমনি লাবণ্য—
বায়ুভরে মৃদুমন্দ দোলে যে পদ্মিনী
সেও হার মানে—এবে শোন মোর কথা।
কর্ত্তব্যের অনুরোধে অরাতি-বিরুদ্ধে
যাইতেছি হেথা হ'তে, কোরো না বিলাপ,

সহচরিগণ-মাঝে মনের আনন্দে
নিরাপদে থাক প্রিয়ে প্রাসাদ-ভিতরে।

দামিনী।

হা! নাথ বুঝি বা এবে হয়েছ বিস্মৃত
আমি যে মানব নহি, জাতিতে অপ্সরা—
ফেলে গেলে হেথা মোরে, কার পানে চাব ?
কার মুখ হেরি পাব সান্ত্বনা আরাম ?
তা হবে না ওগো নাথ, ছাড়িব না কভু,
যেথায় যাইবে তুমি আমিও যাইব,
তাড়াইলে পদ তব ধরিব জড়ায়ে।
নিষ্ঠুর সোয়ামি ওগো! এই কি সময় ?
গর্ভে ধরিয়াছি তব প্রিয়তম সুতে—
এ সময়ে তুমি নাথ ত্যজিবে আমারে ?
নিতান্ত যাইবে যদি—একটু দাঁড়াও,
আঁখি-ভরে দেখে লই জনমের তরে।
চ'লে যদি যাও নাথ আমায় ফেলিয়ে
কি আগুন নিদারুণ জ্বলিবে এ হৃদে!
শত বার পুড়ে যদি বিশ্ব হয় খাক্,
শীতল সে অগ্নি তবু মোর জ্বালা কাছে।
মরিলেই ভাল ছিল—কেন না মরিনু ?
প্রাণ হ'ল ওষ্ঠাগত—বদ্ধ হ'ল বাক্—

(ক্রন্দন)

রাজকুমার।

উপায় নাহিক প্রিয়ে, মুছ অশ্রুধার,
হাসি মুখে দাও প্রিয়ে, আমারে বিদায়।
কোরো না বিলাপ—করি' শত্রুদলে জয়
মুহূর্ত্তে ফিরিব আমি যুদ্ধক্ষেত্র হ'তে।
যত দিন আমি প্রিয়ে না আসি স্বদেশে,
ইষ্টদেবে পূজা দিও আমার উদ্দেশে।

দামিনী।

এস এস মৃত্যু মোরে লও দয়া করি,
দুঃখভার হ'তে মোরে মুক্ত কর আসি।
হৃদয়ে হৃদয় মোর পড়িছে ঢলিয়া
—বৃক্ষ হ'তে পক্ক ফল পড়ে যথা খসি!

(পালঙ্কে মূর্চ্ছিত হইয়া পতন)

(পতাকাধারী ও সেনা-নায়কগণ সমভিব্যাহারে মন্ত্রিগণের প্রবেশ)

প্রথম মন্ত্রী।

প্রস্তুত সকলি প্রভু শাস্ত্র-বিধি মতে
সুসজ্জিত সৈন্যগণ যুদ্ধ-যাত্রা তরে
বড়ই অধৈর্য্য—প্রভু চল ত্বরা করি,
লয়ে যাও তাহাদের যুদ্ধক্ষেত্র-মুখে।

রাজকুমার।

সুভীষণ সৈন্যদল—শত শত বীর—
পদভরে যার ধরা আমূল কম্পিত,
হেন সৈন্য-দল-নেতা কে না হতে চায় ?
আগমন-বার্ত্তা মম ঘুষুক্ কামান।

(দামিনীর প্রতি)

বিদায় হই গো প্রিয়ে—ফিরিব ত্বরায় !
হৃদি হতে ওষ্ঠে শ্বাস আসিতে যে দেরি—
তার আগে আমি পুন দেখিব তোমায়।

(প্রস্থান)

২য় দৃশ্য।—জঙ্গলে সেনা-নিবেশ।

(সেনানায়কগণ ও মন্ত্রিগণ-পরিবেষ্টিত রাজকুমার

প্রথম মন্ত্রী।

সুসংবাদ আনিয়াছি প্রভু-সন্নিধানে।
যে দিন করেছ প্রভু যুদ্ধ-যাত্রা হেথা,
যে ফুল এসেছ ফেলি, হয়েছে প্রফুল্ল—
রাজবালা করেছেন সন্তান প্রসব।
বহুমূল্য নবরত্ন-সম মনোহর,
বিপদ আপদ হতে মুক্ত একেবারে।

রাজকুমার।

মিত্রগণ! এ সংবাদে হলেম প্রসন্ন,
কৃতজ্ঞ-প্রসাদ লও—রাখিলাম নাম
* মঙ্গল তাহার, এবে তোমাদের হাতে
যাই সঁপি পুত্র-দারা বিশ্বাসের ভরে।

(প্রস্থান)

৩য় দৃশ্য।—পাঞ্চাল-রাজপ্রাসাদ-শালা।

রাজা।

সুবিশ্বস্ত বন্ধুগণ! পড়িলে বিপাকে
যাহাদের সুবুদ্ধির লই গো আশ্রয়—
কর অবধান—আমি হীরক-পালঙ্কে
আছি শুয়ে, দেখিলাম শত শত অসি
নিষ্কোষিত সমুদ্যত জিহ্বা লকলকি'
চকিতে চপলা সম চমকে চৌদিকে।
দেখিলাম আরো, মম অন্ত্র তিন পাকে
অজগর সম আছে জড়ায়ে প্রাচীরে।
মোহক দৈবজ্ঞে এবে আনো ত্বরা করি,
কি সূচনা করিতেছে, বলুক গণিয়া।

(মন্ত্রিগণের প্রস্থান)

* মূলে—মুং কিয়াউ।

(মোহক দৈবজ্ঞকে লইয়া পুনঃপ্রবেশ)

মোহক।

(স্বগত) সুঘটনা বলি এরে—হয়েছে সুযোগ।
উদ্ধত সে রাজপুত্র আমার উপরে
বরিষেছে নানাবিধ অপমান-রাশি,
প্রতিশোধ দিতে তার এই তো সময়।
স্ত্রীকে নাকি রাজপুত্র বড় ভালবাসে ?
শুধ-শুদ্ধ আমি এবে করিব আদায়
হরি' তার প্রাণ। (প্রকাশ্যে) এবে শোন মহারাজ
দাসেরে করিবে মাপ, সত্য-অনুরোধে
শুনিতে যদ্যপি হয় অপ্রিয় সংবাদ।
তব স্বপ্ন স্থচে' যাহা শোন গো রাজন্—
চক্রান্ত করিবে শত্রু তোমার বিরুদ্ধে,
পদে পদে বিপদ ঘটিবে ক্রমাগত,
অবশেষে মৃত্যু আসি গ্রাসিবে রাজন।

রাজা।

সত্যই কি হবে হেন ? নাহি কি উপায়
খণ্ডিতে অশুভ এই, আচার্য্যমশায় ?

মোহক।

একটি উপায় আছে, শুন গো রাজন্—
কঠোর অদৃষ্ট তাহা করিছে আদেশ।

শত শত মৃগ ছাগ কালিকা * মন্দিরে
বলিদান দাও—আর সকলের শেষে
দিতে হবে বলি প্রভু দামিনী বালারে।

রাজা।

বৃথায় সংগ্রাম করা অদৃষ্টের সনে।
ভীষণ বিপত্তি এই খণ্ডিবার তরে
যে পণ চাহিবে তাহা দিতে হবে মোর।
অতএব বলি-তরে কর আয়োজন,
বানাও মন্দির এক কনক-মণ্ডিত,
তাহার মাঝারে দিব্য যজ্ঞবেদী এক ;
কালিকা দেবীরে তাহে করহ স্থাপন।
তারপর রূপবতী অপ্সরা-দুহিতা
আমাদের বধূমাতা যাইবেন সেথা। (প্রস্থান)

৪র্থ দৃশ্য।—পাঞ্চাল-রাজপ্রাসাদে রাজকুমারী দামিনীর ঘর।

(রাজকুমারী নবকুমারকে ক্রোড়ে লইয়া পালঙ্কে আসীনা—মন্ত্রিগণের প্রবেশ)

মন্ত্রিগণ।

আইলাম রাজাজ্ঞায় তোমার নিকটে ;
কুসংবাদ আছে এক—বলিতে ডরাই।

---

* মূলে—যাতনাত—রাজাদিগের ভাগ্যের উপর এই দেবতার বিশেষ প্রভাব।

প্রভুর আদেশ এই—শোন রাজবালা,
বলিদান হবে তব কালিকা-মন্দিরে ।

দামিনী ।

শুনিতে তো ভুলি নাই ? অথবা নিশ্চয়
হইয়াছে ভ্রম তব—এ কি কভু হয় ?
তিনি যে বাসেন ভাল প্রাণের সমান,
পারেন কি দিতে মোর মরণ আদেশ ?

মন্ত্রিগণ ।

হা ! রাজকুমারী ওগো । রাজ-আজ্ঞা যাহা
ঠিক বলিয়াছি মোরা—নাহি তাহে ভুল ।

দামিনী ।

এ কি দশা হল মোর ! এ দুখ আমার—
অসীম জলধি চেয়ে অপার অগাধ ।
অভাগা পত্নীরে তাঁর ভ্রূক্ষেপ না করি
চলিয়া গেলেন নাথ যুদ্ধক্ষেত্র-মাঝে,
আজ্ঞা হ'ল এবে মোর মরণের তরে ।
—আর তো নাথেরে কভু পাব না দেখিতে ।
(ক্রন্দন

না জানি গো, পূর্ব্বজন্মে কি করেছি পাপ,
তারি তরে ভুগিতেছি এ ঘোর বিপত্তি ।
অপ্সরা-কুমারী হয়ে কি-কুক্ষণে আমি
আইলাম মর্ত্ত্য দেশে মরিবার তরে ।

(সন্তানের প্রতি)

নির্দ্দোষের প্রতিমূর্ত্তি হৃদয়-রঞ্জন !
জন্মশোধ হৃদে ধরি আয় বাছা তোরে।
আরো আয় বুকে ঘেঁসি—জুড়াক্ হৃদয় !
প্রকৃতির শুভ্র উৎস মাতৃস্তন হ'তে
পান কর্ বাছা এই শেষ বার তরে।
কেমনে ছাড়িব তোরে ?—জনকেরে তোর ?
কি যে জ্বালা জ্বলে হৃদে বলিব কেমনে,
বিধাতা গো, কেন এত আমা'পরে বাম ?
এত কেন ষড়যন্ত্র অবলা-বিরুদ্ধে ?
আমি যে বাসি গো ভাল প্রাণের সমান
স্বামী-পুত্র-ধনে, বল' কেমনে এখন
ছাড়িয়া উভয়ে যাই ফিরিয়া স্বদেশে
একটি না দিয়া শেষ-বিদায়-চুম্বন ?
কেঁদ না কেঁদ না বাছা—যাইবার আগে
পূর্ণ বক্ষ হতে দুধ গালিয়া পাত্রেতে,
তোর তরে আমি বাছা যাইব রাখিয়া।
যে ফুলে মালিকা গাঁথি' পরি গো খোঁপায়—
তা চেয়ে সুন্দরতর আমার যে নাথ,
আসিবেন ফিরি যবে—বলিবেন আর,
"কোথায় দামিনী মোর"—বলিস্ তাহারে,
তাঁরি তরে সহিলাম এ সব যন্ত্রণা।

তো-হ'তে ছিনিয়া বাছা যেতে হবে এবে।
ঐ দেখ্ মেঘরাশি জমেছে আকাশে,
বহু দূর পথ আর, রয়েছে সম্মুখে।
পরিয়া আবার সেই পরী-পরিচ্ছদ,
দীর্ঘ পক্ষ বিস্তারিয়া আবার সেরূপ,
উধাও উড়িব পুনঃ সেই শূন্য-মাঝে,
ইন্দ্রধনু-রঙে যাহা রঞ্জিত কেমন!
মৃদুমন্দ অনিলের কোমল পরশে
দুই ফাঁক হবে সেই মেঘ-যবনিকা,
প্রবেশিব তার মাঝে আমি ধীরে ধীরে।

(বাদ্যকরদিগের প্রতি জনান্তিকে)

ঊর্দ্ধগতি হয়ে যবে উঠিব আকাশে,
কোমল সঙ্গীত যেন চরে মোর সাথে।
বিদায় লই রে বাছা এই শেষ বার—
তুমিও দাও গো নাথ অন্তিম বিদায়।
একবার আসি' যদি হেথা প্রাণনাথ
বিদায়-চুম্বন মোর করিতে গ্রহণ,
কি সুখের হত আহা—না চলে চরণ,
থাকিলেও মৃত্যু হেথা, কি করি এখন।

(প্রস্থান—ধীরে ধীরে যাত্রা ও তিন তিন বার
ফিরিয়া আসিয়া পুত্রকে চুম্বন)

৫ম দৃশ্য।—অরণ্যমাঝে সন্ন্যাসীর আশ্রম।

(সন্ন্যাসী ও দামিনীর প্রবেশ।)

সন্ন্যাসী।

কে তুমি গো অনুপম রূপসী-ললনা?
প্রকোষ্ঠে বলয় শোভে, কণ্ঠে স্বর্ণহার,
মুক্তা-মালা দিয়া গাঁথা কৃষ্ণ কেশপাশ,
লুব্ধ আঁখি একবার হেরিলে ও-রূপ—
ফিরিতে না চায় আর—ফেলে না পলক।
কোন্ স্বর্গধাম হতে বল' গো রূপসী
নাবিলে মরত দেশে? নিষ্ঠুর অদৃষ্ট
কেন বা আশ্রম-মাঝে আনিল তোমায়?
নৃশংস পতির কোপ এড়াইতে কি গো
ভ্রমিতেছ পলাইয়া—কিম্বা অভাগিনী
রাজপুত্রী কোন, জয়ী পিতৃশত্রু হ'তে
প্রাণভয়ে পলাইয়া এসেছ হেথায়?
সত্য বল' মোরে বাছা, নাহি কোন ভয়।

দামিনী।

তোমারে বলিব পিতঃ সমস্ত খুলিয়া
আমার এ জীবনের দুখের কাহিনী।
শোন তবে প্রভু, আমি বিবাহিতা নারী,
রাজপুত্র স্বামী মোর, প্রাণ হ'তে প্রিয়,

যৌবরাজ্যে শীঘ্র তাঁর হবে অভিষেক ;
দেশবৈরী যুঝিবারে যেতে হল তাঁরে,
আমি রহিলাম পড়ি—পতি নাই ঘরে—
মহারাজ পিতা তাঁর, পরামর্শ পেয়ে
কুলোকের, আদেশিলা মম বলিদান
কালিকা-সমীপে, তাই বাঁচাইতে প্রাণ
যাইতেছি পলাইয়া—তাই তব দ্বারে।
রাজপুত্র স্বামী মোর শুনিবেন যবে
আমি নিরুদ্দেশ, তিনি তখনি আমার
সন্ধান করিতে ধ্রুব আসিবেন পিছে।
খুঁজিতে খুঁজিতে যবে আসিবেন হেথা,
দিও তাঁরে অঙ্গুরিটী ওগো তপোধন!
আরো দিও মন্ত্র-পড়া এ শিকড়টুকু,
বিপদ সম্পদে সাথে রক্ষিবে সতত।

সন্ন্যাসী।

আচ্ছা, দিব বাছা—কিন্তু যাইবার আগে,
বলে' যাও কোন্ পথে বলিব যাইতে।

দামিনী।

প্রথমেতে এক দানা প্রচণ্ড ভীষণ,
অরণ্য-গভীরে তাঁর বিরোধিবে পথ,

—জটিল অরণ্য-মাঝে পড়ি' আটকিয়া
বাহিরিতে করিবেন বহু যোঝাযুঝি।
এ ফাঁড়া কাটিলে, উষ্ণ দ্রব ধাতু-স্রোত
পুন আটকিবে পথ, তার মধ্য হ'তে
ভীম সর্পদৈত্য এক তুলিবেক ফণা,
পা দিয়া তাহারে যেন করেন দলন।
হয়ে পরাভূত দৈত্য, যন্ত্রণার দায়ে
এলাইয়া পাক, হবে সটান বিস্তৃত—
সেই সেতু দিয়া নাথ যাবেন অক্লেশে।
দেখিতে পাবেন শেষে সাম্রোক-যুগল,
শিমুল বৃক্ষেতে বসি আছে উচ্চদেশে,
খাদ্যের সন্ধানে তারা পিতার প্রাসাদে
আসে প্রতিদিন ; নাথে বোলো তপোধন
এই সব কথা যাহা কহিনু তোমায়।

সন্ন্যাসী।

কোরো না সন্দেহ বাছা কহিব তাঁহারে।

দামিনী।

বিদায় হই গো—লও কৃতজ্ঞ-প্রণাম।

(প্রস্থান)

৬ষ্ঠ দৃশ্য।—রজত-গিরি-রাজের প্রাসাদ।

(রাজা আসীন—কোমল বাদ্যের সহিত
দামিনীর প্রবেশ)

রাজা।

এ কি! দেখি পুনঃ কি রে আমার দামিনী?
বল' বাছা বল' বল', বন্দী ছিলে যবে
মর্ত্ত্যমাঝে, কি উপায়ে পলাইলে হেথা?

দামিনী।

পিতা ওগো! পূর্ব্বজন্মে করে'ছি সুকৃতি
পাঞ্চাল-কুমার-সাথে একত্র মিলিয়া,
তাই বুঝি এ জনমে বিধির-বিধানে
ভাগ্যবতী পত্নী হ'নু সুধনু রাজার।
কিন্তু সুখ ক্ষণস্থায়ী—বীরশ্রেষ্ঠ স্বামী
দেশবৈরী নাশিবারে গেলা ফেলি মোরে।
স্বামীর আশ্রয়-ছায়া হারালাম যেই—
রাজা তাঁর পিতা, শুনি কুলোকের বাণী,
কালী-কাছে বলি মোর করিলা আদেশ।
এই কথা শুনি' আমি, সময় বুঝিয়া
পলায়ে এলাম হেথা শ্রীচরণ-তলে।

রাজা।

পাত্র মিত্র অনুচর! করহ প্রস্তুত
কুমারীর থাকিবার যোগ্য আয়োজন।
দাস দাসী একদল কর নিয়োজিত,
কটাক্ষে পালয়ে যেন উঁহার আদেশ।

মন্ত্রিগণ।

রাজ-আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিলাম সবে।

(প্রস্থান)

৭ম দৃশ্য।—পাঞ্চাল-প্রাসাদের বহিঃ-প্রাঙ্গণ।

(পরিচারিকাগণের নেতা হইয়া মালার প্রবেশ)

মালা।

ওলো সহচরি তোরা! শোন্ বলি কথা,
জয়ী রাজপুত্র দেশে এসেছেন ফিরি,
গুয়া-পান আর ভাল খাবার করিয়া
আয় গিয়া ভেট দেই তাঁর পদতলে।

(সেনানায়কগণ সমভিব্যাহারে রাজ-
কুমারের প্রবেশ)

রাজকুমার।

দমনিয়া শত্রুদলে অতুল প্রতাপে,
প্রতিমুহু ভাবিতেছি কখন আবার

হেরিব নয়নে মোর প্রাণের দামিনী '
এস এস মালা এস—কিন্তু এ কিরূপ ?
তোমাদের কর্ত্রীরাণী সকলের শেষে
আসিবেন কি গো হেথা ভেটিতে পতিরে ?
কে করেছে বন্দী তাঁরে প্রাসাদ-প্রাচীরে ?
"মঙ্গল" কুমার মোর সেই বা কোথায় ?
পিতৃকোলে ঝাঁপাইতে কাঁদিছে না কি সে ?
কিন্তু কেন ম্লান এত হেরি তোমা মালা ?
এলায়ে পড়েছে কেশ কেন অযতনে ?

মালা।

প্রস্তুত হও গো প্রভু শুনিবার তরে
অশুভ সংবাদ এক—গেছ চলি যেই,
কয়েক ব্রাহ্মণ দুষ্ট, চক্রান্ত করিয়া
মহারাজে ব'লে ক'য়ে কালিকা-সমীপে
রাজকুমারীর বলি করেন সুস্থির।
এ সংবাদ শুনি তিনি—পক্ষ বিস্তারিয়া
গিয়াছেন পলাইয়া জনমের তরে।

রাজকুমার।

বল' বল' মালা ওগো—পলালে দামিনী
পুত্রের কি দশা হ'ল, বল' ত্বরা করি।

মালা।

দুষো' না রাণীরে প্রভু, অতি অনিচ্ছায়
গিয়াছেন চলি, যথা নব-পক্ষ-ধারী
পক্ষীর শাবক অল্প উড়ি পক্ষভরে
বহুক্ষণ একস্থানে করে ঝটাপটি—
সেইরূপ তিনি প্রভু "যাব কি না যাব"
এইভাবে বহুক্ষণ ছিলেন হেথায়।
অবশেষে পাত্র ভরি' নিজ স্তন্য-নীরে,
মিশায়ে তাহার সাথে অশ্রু-বিন্দুচয়
—দ্রব মুক্তা-ফল-সম—উধাও হইয়া
সুদূর আকাশে তিনি হলেন অদৃশ্য।
মোরা রহিলাম যারা পিছনে পড়িয়া,
পালিলাম শিশুটিকে করিয়া যতন।
সে অবধি বরাবর, স্বর্ণ-দোলা'পরে
শিশুটি ঘুমায় যবে—থাকি মোরা জাগি।

রাজকুমার।

শোন বীরগণ! সবে কর অবধান :—
দুর্দ্দান্ত অরাতিদল আক্রমিয়া যবে
যুদ্ধানল জ্বালাইল সমস্ত পাঞ্চালে,
করিলাম যাত্রা আমি তোমাদের সাথে
স্বদেশ রক্ষার তরে—সেই অবকাশে

পরামর্শ পেয়ে রাজা ধূর্ত্ত দৈবকের,
করিলেন দামিনীর মরণ আদেশ
নিতান্ত অন্যায়রূপে—নিশ্চয় এ কথা
প্রবাদ-আকারে লোকে ঘোষিবে জগতে।
শতবার পৃথ্বী যদি হয় গো বিনষ্ট,
এ কথা তবু না কভু হবে তিরোহিত।
স্বর্গের বিহঙ্গী-সম আহা সে রূপসী
অযোগ্য মরতে ত্যজি গেছেন উড়িয়া।
যাইব সন্ধানে তাঁর, যা থাকে অদৃষ্টে।
ব্রহ্মাণ্ড হউক ধ্বংস শত শত বার,
পারিবে না টলাইতে এ মোর সঙ্কল্প।
সাজো সবে সৈন্যগণ—বাজাও দুন্দুভি,
সসৈন্যে যাইব আমি প্রিয়ার উদ্দেশে।
বল' গিয়া মহারাজে, যত দিন আমি
দামিনীরে নাহি পাই, ফিরিব না দেশে।

(প্রস্থান

৮ম দৃশ্য।—সন্ন্যাসীর আশ্রম।

(সন্ন্যাসীর প্রবেশ)

সন্ন্যাসী।

কি হেতু বিষম এই সৈন্য-কোলাহল?
একি দেখি! চতুরঙ্গ ভীম সৈন্যদল

অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত আসিছে এদিকে,
মুহুর্মুহু কাঁপে ধরা তারি পদ-ভরে।

(রাজকুমারের প্রবেশ)

সন্ন্যাসী।

মহাবল-পরাক্রান্ত হে রাজকুমার!
কোন্ দূর দেশ হ'তে, কিসের উদ্দেশে
সসৈন্যে হইল তব হেথা আগমন?

রাজকুমার।

পাঞ্চাল-রাজার পুত্র আমি গুরুদেব!
সুধনু নামেতে খ্যাত, একবার যবে
শত্রু নিধনিতে যাই স্বদেশ ছাড়িয়া,
মহারাজ পিতা মোর দুষ্টের কথায়
দিলেন আমার স্ত্রীর মরণ-আদেশ;
সে কথা শুনিয়া সতী গেছেন পলায়ে।
প্রেম-আশা-ভরে তাই রজত-পর্ব্বতে
দ্রুতগতি যাইতেছি প্রিয়ার উদ্দেশে।
আশ্রম-সৌন্দর্য্য হেরি' হইয়া মোহিত
আইলাম তপোধন তব সন্নিধানে।

সন্ন্যাসী।

দুই দিন হ'ল আজি—একটি ললনা
রূপেতে উর্ব্বসী সম—হরিণীর প্রায়

আইসে হেথায় ; বলে—রাজকুমারী সে,
না জানি কি দেশ—বুঝি রজত-ভূধর।
পূর্ব্বজন্ম-ফলে তব হে রাজকুমার,
মিলন তাহার সাথে হয় সংঘটন।
কিন্তু সে সুকৃতি-ফল এবে অবসান,
তা-সহ সৌভাগ্য তব—জানিবে নিশ্চয়।
বিবেচনা কর বৎস, কতটা প্রভেদ
মানব ও অপ্সরার প্রকৃতির মাঝে,
উভয়ে কেমনে বল' হইবে মিলন ?
প্রেমে অন্ধ হয়ে বাছা বিঘ্নপূর্ণ পথে
যাইতেছ বহু কষ্টে,—কিন্তু কিবা ফল ?
—বিবেচনা করি' দেখ তুমি রাজকুমার !
রূপে গুণে অনুপম এমন যুবক,
তোমার উচিত করা বিবাহ সত্বর
অপর রূপসী কোন, উমার সমান।
সুবুদ্ধির কাজ কর,—ত্যজি তার আশা
এই বেলা যাও ফিরি আপনার দেশে।

রাজকুমার।

আমার হিতের তরে যে কথা বলিলে তুমি
তোমা-হেন ঋষি-মুখে শোভা পায় ভালো,
কিন্তু মুহূর্ত্তের তরে আমি, তপোধন!

তাহার সন্ধানে কভু হব না বিরত।
স্বর্গ মর্ত্ত্য যদি গো বা রসাতলে যায়,
ইন্দ্রদেব হানে যদি বজ্র মম শিরে,
অদমিত তবু আমি খুঁজিব প্রিয়ায়।
রেখো না আটকি' মোরে ওগো তপোধন,
ব'লে দাও কোন্ পথে গিয়াছেন প্রিয়া।

সন্ন্যাসী।

যাবে যদি যাও তবে—কিন্তু গো কুমার,
যাইবার আগে লও অঙ্গুরিটি এই—
দিয়াছেন প্রিয়া তব—আর্ এই শিকড়,
নির্ব্বিঘ্ন করিবে তোমা বিঘ্নময় পথে,
পূর্ণ করিবেক তব সর্ব্ব মনোরথ।
বহু দূর পথ তব—পথের মাঝারে
ভীষণ দৈত্যের হাতে পড়িবে প্রথম,
তার পরে পাবে এক অরণ্য দুর্গম।
শেষে দ্রব-ধাতু-স্রোত পাইবে গো পথে,
সর্প-দৈত্য এক যেথা রহে অবিরাম।
এ সমস্ত বিঘ্ন হ'তে হইলে গো পার,
বহুদূরে নেহারিবে শিমুলের গাছে—
সাম্রোক-যুগল এক। উড়িলে তাহারা,
অনুসরি' গতি তার পাবে সেই গিরি।

শুনেছি এ সব কথা দামিনীর কাছে,
করিল সে অনুনয় তোমারে বলিতে।
যাও তবে বৎস এবে করি আশীর্ব্বাদ,
সিদ্ধ হোক্ মনোরথ—পূর্ণ হোক্ আশ।

রাজকুমার।

প্রণাম লও গো পিতঃ—হইনু বিদায়।

(প্রস্থান)

৯ম দৃশ্য।—ঘোর তমসাবৃত অরণ্য।

(বটবৃক্ষতলে রাজকুমারের অবস্থান—
একটা দৈত্যের প্রবেশ)

দৈত্য।

এই তো হেথায় আমি ; দৈত্য মোর সম
ভীম-দরশন কেবা ?—হয়েছে সময়,
যাব এবে হিমালয়—অরণ্যের মাঝে—
(বাদ্যকরদিগের প্রতি)
বাজা' তোরা বীর-বাদ্য দুন্দুভি দামামা,
তোল্ খুব গণ্ডগোল্—আকাশ ছাইয়া,
পড়িবে সকল চোখ তবে আমা'পরে।
সূর্য্যের সহস্র রশ্মি কেন্দ্রীভূত হ'য়ে
যেন রে আমার শিরে হয়েছে পতিত।

(রাজকুমারকে দেখিয়া)

হা হা বেশ বেশ!—গন্ধ পাই মানুষের।

বড় ভোজ জুটে গেছে, বড় মজা আজ।

(রাজকুমারের নিকট গমন—ঘোর বাদ্য)

রাজকুমার।

(উঠিয়া)

হতভাগা দৈত্য ওরে! স্পর্দ্ধা এত তোর?

সূর্য্যবংশ-অবতংস বীরের সহিত

আসিস্ যুঝিতে তুই—নাহি প্রাণে ভয়?

হীরক-ভূষিত এই স্বর্ণ-বাণ দিয়া

অপদার্থ প্রাণ তোর হরিব এখনি!

(বাণ দ্বারা দৈত্যকে হনন—বিজয়-ভেরীর ঘোর রোল—রাজকুমারের অগ্রসর হওন ও অরণ্যের বংশবনে তাঁহার আটক)

পারি না, পারি না আর—অবসন্ন দেহ,

যে দিকে ফিরি না কেন লতিকার জাল

দুর্গম জটিল—মোর আটকিছে গতি।

—হাঁ হাঁ, সেই মহামন্ত্র শিকড়ের গুণ

পরীক্ষা করি না কেন, এই তো সময়।

(শিকড়ের গুণে বন হইতে নির্গত হইয়া অগ্রসর)

রজত-গিরির ওগো অপ্সরা-রূপসী!

কি কষ্ট না সহিতেছি তোমার কারণে!
পরবত-পথে যাই, কিম্বা বনমাঝে,
দৈত্য কিম্বা হিংস্র ব্যাঘ্রে নাহি করি ভয়;
অমূল্য রতন ওগো, তোমারি কারণে—
প্রেমাধীন দাস তব যুঝিছে নিয়ত।

(তপ্ত দ্রব ধাতু-স্রোতের নিকট আগমন)

ও কি দেখি হোথা? তপ্ত দ্রব ধাতু-নদী
ফুটিতেছে টগবগি, তার মধ্য হ'তে
ভীম সর্প-দৈত্য এক তুলিয়া মস্তক
হাঁ করি আমার পানে রয়েছে তাকায়ে।
—শিকড়টি পুনর্ব্বার করি গো বাহির,
সে ঔষধি-গুণে, দৈত্য-পৃষ্ঠ মাড়াইয়া
নির্ব্বিঘ্নে তরিব এই ভয়ঙ্কর নদী।

(দৈত্য-পৃষ্ঠে নদী পার হইয়া শিমুল বৃক্ষতলে আগমন—
বৃক্ষোপরি সাম্রোক পক্ষি-যুগল।)

স্ত্রী-সাম্রোক।

প্রিয়তম ভাই ওগো! জনম অবধি
একত্র রয়েছি—কভু হইনি পৃথক্,
এক বাসা মাঝে দোঁহে আছি চিরকাল,
—খাদ্য অন্বেষণে বল কোথা আজ যাই?

পুরুষ-সাম্রোক।

জান না কি তুমি বোন্, ধর্ম্মরাজ-বালা—
দামিনীসুন্দরী গৃহে এসেছেন ফিরি ?
সেই উপলক্ষে বোন্ অপ্সরা-প্রাসাদে
রাজকীয় মহাভোজ বসিবে আজিকে।
অতএব যাই চল রজত-ভূধরে,
সে ভোজের অংশভাগী হব মোরা দোঁহে।

(রাজকুমার নিজ শরীরের উপর মন্ত্র-পড়া শিকড়চূর্ণ ছড়াইয়া অদৃশ্য হইলেন ও একটী সাম্রোকের পৃষ্ঠে উপবেশন করিলেন—সাম্রোকদ্বয় উড্ডীয়মান)

[illegible]০ম দৃশ্য।—রজত-গিরির প্রাসাদ-প্রাঙ্গণস্থ কূপ।

(৭ জন পরিচারিকার জল উত্তোলন—
রাজকুমারের প্রবেশ)

রাজকুমার।

স্বর্গের দেবতা সবে—কর অবধান,
দামিনীর সঙ্গে দেখা ভাগ্যে যদি থাকে,
কোনরূপ চিহ্ন তার কর প্রদর্শন।
যদি এই সাত জন রূপসীর মাঝে
স্বর্ণ-কুম্ভ এক জন না পারে তুলিতে,
তবেই জানিব মম অদৃষ্ট প্রসন্ন।

[illegible]ন বালিকার কুম্ভ উত্তোলন—সপ্তম বালিকা তুলিতে অক্ষম)

সপ্তম পরিচারিকা।

সুন্দর যুবক ওগো—আইস নিকটে,
অক্ষম তুলিতে কুম্ভ—দাও গো তুলিয়া।
(রাজকুমারের কুম্ভ উত্তোলন ও তন্মধ্যে অঙ্গুরী নিক্ষেপ)
(প্রস্থান)

১১শ দৃশ্য।—দামিনী রাজকুমারীর ঘর।

(সহচরী-সমভিব্যাহারে হাত ধুইতে ধুইতে কুম্ভ মধ্যে রাজকুমারীর অঙ্গুরী দর্শন)

দামিনী।

ওমা! একি! ওমা! একি! একি হ'ল মোর?
উলট-পালট চিন্তা—দেহ মন দুই
অসাড় অবশ-প্রায়; প্রাণনাথ মোর
এত দিন পরে বুঝি আইলেন হেথা।
—ধন্য বীরপনা তব! কি অধ্যবসায়!
অতিক্রমি' সব বাধা উতরিলা আসি
আমার নিকটে; কি না স'হেছেন নাথ
আমার উদ্দেশে—তাই ভাবি আমি মনে!

(ধর্ম্মরাজের প্রবেশ)

রাজা।

কেন বাছা ম্লান-মুখ দেখি গো তোমায়,
বজ্রাহত লতা যেন লুণ্ঠিত ধরায়?

দামিনী ।

প্রিয়তম পিতা ওগো—এই অঙ্গুরীয়
অঙ্গুলি হইতে আমি ছাড়িনি কখন,—
সাধিতে উদ্দেশ্য কিন্তু আমি একবার
খুলিয়াছিলাম উহা অঙ্গুলি হইতে ।
ফিরিয়া পেলাম এবে ; যেমনি গো আমি
কুম্ভ মধ্যে দিছি হাত—অমনি আঙুলে
আপনি আসিল উঠি ; অভ্রান্ত সূচনা
—আমার সে প্রাণনাথ এসেছেন হেথা ।
মধুর বিস্ময়ে হেন হয়ে অভিভূত
অবসন্ন হ'ব তাহে আশ্চর্য্য কি পিতা ?

রাজা ।

(অনুচরদিগের প্রতি)
কূপ হ'তে কুম্ভ এই কে আনিল বল' ?

একজন পরিচারিকা ।

দাসীরে করিবে মাপ—ওগো মহারাজ,
কুম্ভ উঠাইতে মোর হয়নি শকতি—
একটি যুবক ছিল কূপের নিকটে,
তাঁহার সাহায্য প্রভু যাচিলাম আমি,
আমা হ'য়ে তবে তিনি তুলিলেন উহা ।

রাজা।

আনো তারে ত্বরা করি দরবার-গৃহে।

(প্রস্থান)

১২শ দৃশ্য।—প্রাসাদস্থ দরবার-শালা।

(সিংহাসনে রাজা আসীন—মন্ত্রিগণ-সমভিব্যাহারে রাজকুমারের প্রবেশ)

রাজা।

কে তুমি যুবক ওগো—রূপ-গুণবান্,
সিংহসম সুসাহসী,—কিবা মন্ত্রবলে
আসিয়া পড়িলে এই রজত-ভূধরে ?
সমস্ত খুলিয়া বল—কোরো না গোপন।

রাজকুমার।

বলি শোন মহারাজ, পাঞ্চালের রাজা
—তাঁহার তনয় আমি,—উত্তরাধিকারী।
পূর্ব্বজন্ম-সুকৃতির শুভ পুণ্যফলে
পত্নীরূপে লভি তব চারু দুহিতায়,
সে মিলনে জন্মিয়াছে পুত্ররত্ন এক ;
কিন্তু আমাদের সুখ অতি ক্ষণস্থায়ী।

গৃহ ছাড়ি একবার শত্রুর বিরুদ্ধে
করিয়াছিলাম যাত্রা, এহেন সময়
দুষ্টের মন্ত্রণা পেয়ে পিতা মহারাজ
করিলেন স্থির—মম প্রাণের দামিনী
কালিকা-মন্দিরে শীঘ্র হবে বলিদান।
শুনি' সে সংবাদ হায় দামিনী আমার
এসেছেন পলাইয়া তাঁর নিজ দেশে।
ধূলিকণা গণি' প্রাণে প্রেম তুলনায়
করেছিনু যাত্রা আমি তাঁহার উদ্দেশে,
পদানত তাই এবে শ্রীচরণ-তলে।

রাজা।

পাত্র মিত্র মন্ত্রিগণ! কর অবধান।
বলিছেন ইনি—মম দুহিতার প্রেমে
হইয়া চালিত এবে এসেছেন হেথা।
উচ্চ হেন পুরস্কার লভিবার তরে,
দেখাইতে হবে—প্রেম সত্য কত দূর,
আরো দিতে হবে ওঁর গুণের পরীক্ষা।
অতএব শীঘ্র আনো অস্ত্রাগার হ'তে
প্রখ্যাত ধনুক সেই, যাহার ছিলায়
ত্রিশ মণ গুরুভার ঝোলে অবিরত;
বাঁকায় কেমনে দেখি বিদেশী যুবক।

(প্রস্থান)

১৩শ দৃশ্য।—প্রাসাদ-প্রাঙ্গণ।

(রাজা, মন্ত্রিগণ এবং রাজকুমারের প্রবেশ)

প্রথম মন্ত্রী।

এই লও ধনু যুবা,—রাজ-আজ্ঞা এই—
বাঁকাইয়া ধনুকের দাও গো পরীক্ষা।

(রাজকুমারের ধনুর্গ্রহণ)

রাজকুমার।

এসেছে অদৃষ্ট এবে চূড়ান্ত সীমায় ;
সফল হই গো যদি বাঁকাইতে ধনু,
দামিনী আমার হবে চিরকাল তরে,
নতুবা খোয়াব মোর সরবস্ব-ধনে।

(ধনু বাঁকাইতে চেষ্টা ও সিদ্ধিলাভ)

প্রথম মন্ত্রী।

পক্ষিরাজ-পক্ষ সম সুবক্র ধনুক—
লৌহসম সুকঠিন—ইঁহার হস্তেতে
তৃণ যেন মহারাজ! বাখানি যুবারে!

রাজা।

পরীক্ষা এখনো কিন্তু হয় নাই শেষ।
অশ্বশালা হ'তে আনো দুষ্ট অশ্ব এক,
আর এক বন্য হস্তী যাহার মস্তকে

কঠোর অঙ্কুশ আজো হয়নি পরশ,
জ্বল জ্বল চক্ষু দুটি ঘোষিছে যাহার
অদমিত বন্য তেজ, চড়ি তদুপরি
করুক্ দমন তারে—শুনিলে আদেশ?

মন্ত্রিগণ।

এ বিষম পরীক্ষায় আছ কি প্রস্তুত?

রাজকুমার।

ধনুকের পরীক্ষা কি হয়নি যথেষ্ট?
আচ্ছা বেশ মহারাজ, আনো অশ্ব গজ,
কিছুতেই পিছপাও হইব না আমি।
(অশ্ব গজ আনয়ন—নাট্যশালার বাদ্যকরদিগের প্রতি)
উৎসাহ-জনন স্বর ভীম বজ্রনাদে
বাজাও তোমরা,—তার প্রতিধ্বনি-রবে,
চারিদিক ব্যাপি' যেন সমস্ত ধরণী
আমূল কম্পিত হয় থর-থর-থরে।
(অশিক্ষিত অশ্বের উপর আরোহণ করিয়া রঙ্গভূমির
চতুর্দ্দিকে পর্য্যটন, পরে অবরোহণ)
বন্য হস্তী শিরে এবে করি পদার্পণ।
(হস্তীর উপর আরোহণ)
শস্ত্রযুক্ত চরণের ইঙ্গিত-নির্দ্দেশে
চলিছে যে দিকে আমি ফিরাই উহারে।
(অবতরণ)

প্রথম মন্ত্রী।

(রাজার প্রতি)

এ পরীক্ষাতেও প্রভু যুবক উত্তীর্ণ।

রাজা।

দুহিতা আমার যত তাদের সম্মুখে
সাত ভাঁজ যবনিকা হীরক-খচিত
করহ স্থাপন, আর তার মধ্য হ'তে
প্রত্যেকে অঙ্গুলি এক করুক বাহির,
একে একে সাবধানে; তাহার মাঝারে
চিনিতে পারে গো যদি দামিনী-অঙ্গুলি,
তবেই জানিব আমি, যুবক নিশ্চয়
দামিনীর পাণিগ্রহে ন্যায্য অধিকারী।

(যবনিকা নিক্ষেপ, সকল রাজকুমারীর একে একে যবনিকা মধ্য দিয়া অঙ্গুলি বাহির করণ)

রাজকুমার।

স্বর্গের দেবতাগণ! হইয়া সহায়,
দয়া করি পাঠাও গো হেন নিদর্শন,
নির্ব্বাচিতে পারি যাতে প্রকৃত অঙ্গুলি।

(দামিনীর অঙ্গুলি বাহির করণ ও তাহার উপর একটি মধুমক্ষিকার উপবেশন)

ধ্রুব এই নিদর্শন (অঙ্গুরী গ্রহণ) এত দিন পরে

পরশি' ও চারু হস্ত আমার শরীর
হ'তেছে লোমাঞ্চ ; তাই, বুঝিনু গো আমি
এই নির্ব্বাচন মোর হয়েছে সফল ;
দাও এবে মহারাজ মোর পুরস্কার।

রাজা।

অর্জ্জিলে সাহসী বীর নিজ গুণে আজি
পুরস্কার তব, এবে কর আলিঙ্গন।

(যবনিকার অন্তরাল হইতে দামিনীকে বাহির
করিয়া সম্মুখে আনয়ন)

নেহারো পত্নীরে তব, উহার আনন
লজ্জার রক্তিম রাগে রেঙেছে কেমন !
কি আর বলিব দোঁহে—আশীর্ব্বাদ করি,
চিরজীবী হ'য়ে থাক, সুখে কাল হরি'॥